দিনান্তের
আলো

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত—

রাজীব পিক্‌চার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

দিনান্তের আলো

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **মঙ্গল চক্রবর্তী**

সংগীত : **গোপেন মল্লিক** ॥ প্রধান সম্পাদক : **অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী**
কাহিনী : **শৈলেশ দে** ॥ গীত রচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ চিত্রগ্রহণ : **অজয় মিত্র** ॥ সম্পাদনা : **দেবীদাস গাঙ্গুলী** শিল্প-নির্দেশনা : **সুনীল সরকার** ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী, বাণী দত্ত, সুনীল ঘোষ ও সৌমেন চ্যাটার্জী
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক : **প্রকাশ চন্দ্র শর্মা** ॥ আবহসংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ প্রধান ব্যবস্থাপক : **প্রতাপ মজুমদার** ॥ ব্যবস্থাপনা : পঙ্কজ বসাক ও অজিত দাস
রূপসজ্জা : গৌর দাস ॥ সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দপুনর্যোজনা ও আবহ সংগীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ পরিস্ফুটনায় : অবনী রায়, মোহন চ্যাটার্জী ও তারাপদ চৌধুরী ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থির চিত্রগ্রহণ : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ॥ প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার ॥
প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : অমর মুখার্জী, অমিয় বসু (কালো), জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুধীর গাঙ্গুলী ॥ সংগীত পরিচালনায় : জানকী দত্ত ॥ চিত্রগ্রহণে : আশু দত্ত ॥ সম্পাদনায় : বিনয় রায়চৌধুরী ॥ শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, রথীন ঘোষ, ধীরেন কুণ্ডু ॥ শিল্পনির্দেশনায় : গোপী সেন ॥ শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস

রূপায়ণে : **সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ কালী ব্যানার্জী ॥ অনুপকুমার সুমিতা সান্যাল ॥ তরুণকুমার ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥ জহর রায়**

সত্য ব্যানার্জী ॥ জহর রায় ॥ রবীন মজুমদার ॥ দেবজিৎ ॥ হরিধন মুখার্জী ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ কালীপদ চক্রবর্তী সদানন্দ চক্রবর্তী ॥ শম্ভু বোস ॥ কামো ॥ পদ্মা দেবী ॥ বনানী চৌধুরী ॥ অপর্ণা দেবী ॥ রেখা মল্লিক রাজলক্ষ্মী দেবী ॥ রমা দাস ॥ পূর্ণিমা দেবী ॥ চিত্রা মণ্ডল ॥ শ্রীমান দীপক ॥ দানী দাশগুপ্ত ॥ প্রতাপ মজুমদার ॥ মিনতি দেবী ॥ সত্য চ্যাটার্জী ॥ মনু মুখার্জী ॥ বিশু চ্যাটার্জী ॥ লক্ষ্মীজনার্দন ॥ দেবদাস গোবিন্দ ॥ মদন ॥ সাধন ॥ রামনাথ ॥ শ্রীরাম ॥ কল্লোল প্রভৃতি

● কণ্ঠ সংগীতে : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে** ●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মনু ব্যানার্জী ॥ শিশির কুমার দত্ত ও নীহারকুমার দত্ত (নাইথিয়া) ॥ তুলসীকুমার মুখার্জী (মৌনা সিনেমা, পাণিহাটি) ॥ কলিকাতা পুলিশ ॥ হসপিট্যাল এ্যাসোসিয়েশন ॥ ডাঃ ওয়াই ডব্লিউ বল ॥ শর্মা ট্রান্সপোর্ট ॥ ঠাকুরলাল হীরালাল ॥ এবং দেশের প্রতিটি সংবাদপত্র ও সাংবাদিক ।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কালকাটা মুভিটোন এবং রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা :

কলিকাতা : **রাজীব পিকচার্স**, ২৩, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭
মফঃস্বল : **ফিল্মকো**, ১২৭ বি, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

কাহিনী

নটবর দত্ত মুখ্যু কিন্তু সাদাসিধে লোক। অন্যায় সে সহ্য করতে পারে না। বাস চালায় সে সোজাপথে সোজা মন নিয়ে। তার জীবনে শুধু দুটি দুর্বলতা—এক মা তারাসুন্দরী আর এক তার ভাই দেবু। নিজে লেখাপড়া শেখেনি তাই ভাইকে শেখাচ্ছে লেখাপড়া। সে আপন বলে মনে করে তার অন্নদাতা মালিক দোলগোবিন্দ, আর কণ্ডাক্টর ও শিষ্য ভূতোকে। নটবর ভক্তি করে শ্রীদাম ঠাকুরকে। সেই কারণে কখনো সখনো ঠাকুরের সঙ্গে তাকে দেখা যায় শ্মশানে, রোগীর শয্যায়। এ দুনিয়ার কাউকে কেয়ার করে না সে। চৌধুরী রোড সার্ভিসের মালিক রামকিঙ্কর চৌধুরীকেও না। অথচ রামকিঙ্কর তাঁর একমাত্র মেয়েকে পড়ানোর ভার দিয়েছেন দেবুর ওপরই। কিন্তু তাহলেও চৌধুরীর বন্ধুরা—সাধুচরণ, ধর্মদাস, গোলক, এমন কি তার বন্ধু অন্তাটাও তার বিরুদ্ধে। নটবরের জন্যেই তারা ইউনিয়ন ভাঙতে পারেনা। জীবনে সে বিয়ে করেনি। কেননা তার ধারণা বিয়ে মানেই বিচ্ছেদ।

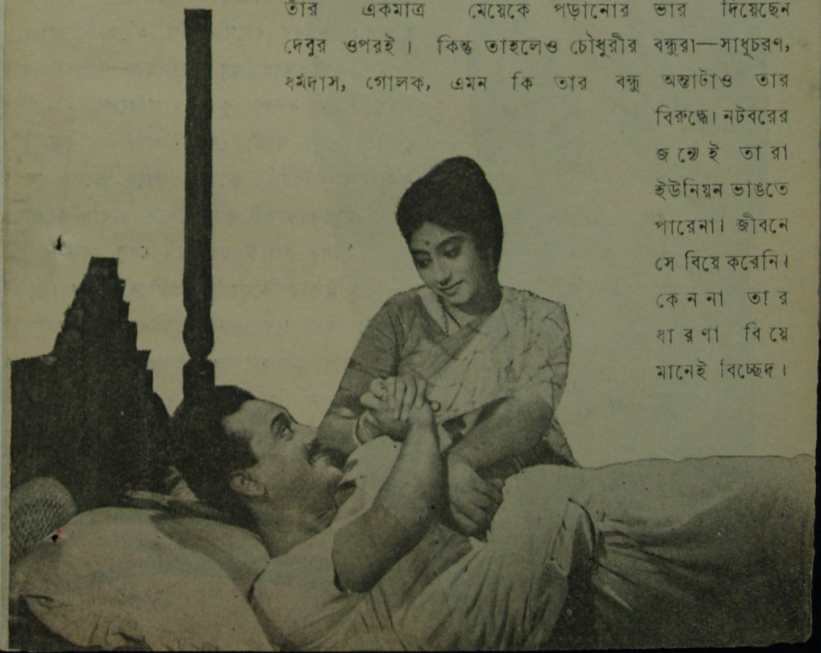

কিন্তু এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে অসহায় অবস্থায় ছিন্নমূল অনাথা শিবানীকে দেখেই কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল নটবরের। গুরুর মনের অবস্থা বুঝতে পারে ভূতো এবং তারই চেষ্টায় বিয়েটাও সুসম্পন্ন হয়। নটবর খুবই খুশি হ'য়েছিল শিবানীকে বধূরূপে পেয়ে। শিবানীও সঁপে দিয়েছিল তার প্রাণ মন। একা বোনাসের টাকা ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে উঠেছিল নটবর আর তারই চরম পরিণতি শিবানীর নামে অনন্তর জঘন্য কুৎসিৎ ইঙ্গিত। নটবর রাগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। জিগ্যেস করলো শিবানীকে। শিবানী আর্তস্বরে শুধু বলেছিল—বিশ্বাস কর পাপ আমাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু ক্ষিপ্ত নটবর বুঝতে পারলো না শিবানীকে। তাই নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে আর সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে কাজের মধ্যে ডুব দিল নটবর। ভূতোর কাছে এলো সে কলকাতায়।

মল্লিকার ছুটি সম্বন্ধ ভেঙে যাবার জন্যে চৌধুরীরাও ক'লকাতায় আসে।

নটবর ট্যাক্সি চালায়। দেবু বৌদির খোঁজ করে।

মল্লিকার বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে আশীর্বাদের আগের দিন ঘটে একটি দুর্ঘটনা। চৌধুরীর উঁচু মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মেয়ে মল্লিকাকেও শিবানীর পাশের এক আসনে এসে দাঁড়াতে হয়।

তখন কি বিধান দিয়েছিল রামকিঙ্কর? শিবানীর জীবনের অন্ধকার কেটেছিল? সে কি ফিরে পেয়েছিল তার সাধের সংসার?

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী—মান্না দে

সাবাস আমার হাওয়াই গাড়ী
দূর বিদেশে দেয় পাড়ি
ড্রাইভারও যে মজবুত ভারী
দিক্‌দারী সে জানে না
ইশারায় বাতলে দিলে
পৌঁছে দেবে ঠিকানা।
যদি কেউ আরাম পেতে চাও
ঝটপট ছাতে চড়ে যাও
চটপট সুযোগ করে নাও
মিছে. সময় নষ্ট করো না
আগে পিছে লাভ কী ভেবে
যখন. যেতেই হবে নিশানা।
প্যাসেঞ্জার লক্ষ্মী মোদের
মাথায় করে রাখি যে
ফাঁকি দিতে চাইলে দাদা
নিজেই পড়বে ফাঁকি যে
দাদা নিজেই পড়বে ফাঁকি যে,
গাড়ী দেখে ঘাবড়ো না কো
টাইট হয়ে বসে থাকো
গুরুর উপর ভরসা রাখো
তকলিফ. কিছু পাবে না
থানা ডোবায় পড়লে পরেও
মালুম কিছু হবে না।

(২)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আকাশ কাঁদে অন্ধকারে
গ্রহণ লাগে চাঁদে
স্তব্ধ জগৎ ক্লান্ত জীবন
কিসের অপরাধে?
জানো ঘর হঠাৎ ঝড়ে
পথের ধুলায় ভেঙ্গে পড়ে
আনন্দে যার জন্ম কেন
সেই পৃথিবী কাঁদে

ভাগ্য যতই দিক না আঘাত
শোনরে অবুঝ শোন
অবিশ্বাসে প্রাণের ঠাকুর
দিসনে বিসর্জন।
দিনান্তেরই আলোর মত
দুঃখ জয়ের নে রে ব্রত
সকল আঁধার হারাবে সেই
আলোর আশীর্বাদে।
জনম মরণ শুধু দুটি ঢেউ
কাল সাগরের জলে
ভাঙা আর গড়া এই নিয়ে তার
চিরদিন খেলা চলে।
এ আঁখি মুদিয়া
ও আঁখিতে আনে দৃষ্টি
এখানে বিলয় ওখানে নতুন সৃষ্টি
জীর্ণ এ বাসা ভেঙে পড়ে যায়
নতুন বাসার বাঁধনে॥

(৩)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এই মহানতীর্থে পুণ্য অনলে
শুচি সুন্দর শয়নে
জীবন নিজেরে আহুতি দিয়ে যে
ফিরে যায় মহাজীবনে।
হারানোর শোকে
কেঁদো না বন্ধু কেঁদো না
এ যে শুভযোগ
এ নহে বিয়োগ-বেদনা
যাত্রার পথ পিছল করো না
অশ্রু এনো না নয়নে॥

(৪)

শিল্পী—মান্না দে

বাংলায় যাকে বলে ভালবাসা
হিন্দীতে তারি নাম মোহব্বৎ
তোমার জবাব নেই ও নবাব্
ওই, যা:ভরা কালো চোখে দওলৎ!
বদল করলে মালা সবই বদলায়
পশুরাজ তিতিরের পোষ মেনে যায়
বেইমানী দুনিয়াটা কী জানো আগে
সিধে হয়ে যায় যত দূর পথ।
ওই চাঁদ যেই ওঠে
অমনি সে জোছনায়
চাঁদ মুখ প্রাণ ভরে
দেখতে যে প্রাণ চায়;
তখন বনের পাখী খায় যদি খাক
অসময়ে পরাণটা করে আনচান
মনে হয় বধূয়ার চরণ ধরে
মন শুধু লিখে যাক কাব্যৎ॥

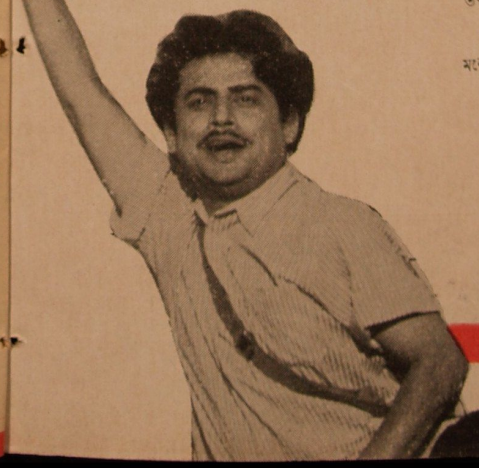

॥ রাজীব পিকচার্সের পরবর্তী চিত্রার্ঘ ॥

সম্ভবামি যুগে যুগে

[প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনালেখ্য]

প্রযোজনা ঃ রামচন্দ্র শর্মা

●

অভিশপ্ত চম্বল

প্রযোজনা ঃ রামচন্দ্র শর্মা

কাহিনী ঃ তরুণকুমার ভাদুড়ী

॥ প্রস্তুতির পথে ॥

রাজীব পিকচার্সের পক্ষে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
মুদ্রণে ঃ কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া ।। অলঙ্করণে ঃ এস, স্কোয়ার।
পরিকল্পনা ঃ শ্রীপঞ্চানন